দৈনিক ইত্তেফাক

JAN. 17 2001 JAN. 13 2001

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আগাম সতর্কতা জরুরী

প্রতি বছরই একই ঘটনার জন্ম হয়। ভর্তি যুদ্ধে নামে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়। স্কুলের সামনে দাঁড়ানো বাবা-মা অথবা অভিভাবকের করুণ মুখের ছবি ছাপান হয় গুরুত্ব সহকারে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিষয়টি আলোচিত হতে থাকে। ভর্তি যুদ্ধের অবসান হওয়া প্রয়োজন এই শিরোনামে পত্র-পত্রিকায় ফিচার, কলাম লেখা হয়। অথচ কাজের কাজ কিছুই হয় না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, নতুন বছরে ভর্তি যুদ্ধ হবে। গুটিকয়েক স্কুল এই ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে চলবে এটাই যেন স্বাভাবিক। অন্য স্কুলে ক্লাসের বেঞ্চ খালি পড়ে থাকলেও কারও কিছু করার থাকবে না। নগরীতে স্কুলের সংখ্যা প্রায় ২ শ'। এর মধ্যে শতকরা ৫০টি স্কুলে যদি ভাল লেখাপড়া হত তাহলে ভর্তি যুদ্ধের মত ভয়াবহ সংকটে পড়তো না কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রতি বছরের মত চলতি বছরও তিথারুননিসা নূন, গভঃ

ভর্তি যুদ্ধ

হাজার ছাত্র-ছাত্রীর চাপ। অথচ এই স্কুলের ক্লাস ফাঁকা। এই যে দৈন্যতা তা ঘুচানোর দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করছে না। শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তার মন্তব্য 'নগরীতে যে পরিমাণ স্কুল আছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যথেষ্ট। বর্তমানে প্রয়োজন বিশেষ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ কমানো। অর্থাৎ বছরের পর বছর তিথারুননিসা নূনে ভর্তি চাপ থাকবে অন্য স্কুলে থাকবে না এটা কেন হবে? তিথারুননিসা নূন অথবা আইডিয়াল স্কুলে কি জাদু আছে। ওরা কি জাদু শেখায় ছাত্র-ছাত্রীকে? এই ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ভাল স্কুলের জন্য ভাল শিক্ষকের কোন বিকল্প নেই। যে শিক্ষক ক্লাসে ভাল পড়ান তার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর টান থাকে বেশী। একইভাবে যে স্কুলে ভাল রেজাল্ট হয় সেই স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের টান থাকে বেশী। আর তাই নগরীতে

ছেলেমেয়েরা স্কুলে পরীক্ষা দিচ্ছে, বাহিরে অপেক্ষমাণ হাজার হাজার অভিভাবক — *মীর মহিউদ্দিন সোহান*

ল্যাবরেটরী আইডিয়াল স্কুল, শাহীন স্কুল, মতিঝিল সরকারী বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হলিক্রস স্কুল, খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সহ ১৫/২০টি সরকারী-বেসরকারী স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রচন্ড লড়াই হয়েছে। বিশেষ করে শিশু শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রতিযোগিতা ছিল ভয়াবহ। জীবনের প্রথম ক্লাসে ভর্তি হতে এসে হাজার হাজার প্রতিযোগী দেখে অনেক শিশু ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল। এবার সরকারী ২৪টি স্কুলের জন্য ভর্তি যুদ্ধে শরীক হয়েছিল প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। আসন সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ হাজার। অর্থাৎ ২৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায়নি। তার মানে এরা কি সবাই খারাপ ছাত্র? নিশ্চয়ই না। আসন সংখ্যা দখলের লড়াইয়ে এরা টেকেনি। তাই বাদ পড়েছে। অথচ শতকরা ৫০টি স্কুল যদি ভাল হয় তাহলে ভর্তির এই যুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভাল স্কুল কেমন স্কুল? এর সহজতর উত্তর হচ্ছে, যে স্কুলে এসএসসি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট হয়, খেলাধুলা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও কৃতিত্ব অর্জন করে যে স্কুল সেই স্কুলই ভাল স্কুল। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে নগরীর অনেক স্কুলে লেখাপড়ার মান অত্যন্ত খারাপ। পাশের কোন স্কুলে হয়তো হাজার

ভর্তির চাপ কমাতে হলে প্রথম প্রয়োজন লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি করা। ভাল শিক্ষক ছাড়া এই পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। নগরীতে ২৪টি সরকারী স্কুল রয়েছে। এই স্কুলগুলোতেও লেখাপড়ার মান সমান নয়। এই বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে পারে। কয়েকজন অভিভাবক বললেন, ভর্তির চাপ কমাতে হলে শিক্ষা অধিদপ্তরের উচিত স্কুলগুলোর উপর নজর রাখা। এক সময় স্কুল পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করতেন। লেখাপড়ার অগ্রগতির খোঁজ নিতেন। আজকাল স্কুল পরিদর্শকের তেমন কোন কার্যক্রম চোখে পড়ে না। কেন এই অবস্থা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। তরুণকণ্ঠের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের প্রতি আমাদের অনুরোধ, ভর্তির সংকট দূর করার লক্ষ্যে এখনই পদক্ষেপ নিন। আগামী বছর ছাত্র-ছাত্রীকে আর যেন এই দুরবস্থায় না পড়তে হয়। সেইসাথে বোর্ডের বইয়ের ব্যাপারেও একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হবে লড়াই করে। বই কিনবে মানসিক কষ্ট নিয়ে। এটাতো হতে পারে না। শিক্ষা জীবনের এই দিকগুলো আরও সহজ হওয়া প্রয়োজন। এজন্য বাড়তি অর্থের প্রয়োজন নেই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও আন্তরিকতাই যথেষ্ট। ❑ আনজীর সিটন